৩৮। **অধস্তন আদালতসমূহের নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা**
(অনুচ্ছেদ ১১৬)

সুপারিশ ঃ

৩৮। **সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৬ এর প্রতিস্থাপন।**—সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৬ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ অনুচ্ছেদ ১১৬ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ

"১১৬। **অধস্তন আদালতসমূহের নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা।**—বিচার-কর্মবিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিদের এবং বিচারবিভাগীয় দায়িত্বপালনে রত ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়ন্ত্রণ (কর্মস্থল-নির্ধারণ, পদোন্নতিদান ও ছুটি-মঞ্জুরীসহ) ও শৃঙ্খলা-বিধান রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং সুপ্রীম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তাহা প্রযুক্ত হইবে।"।

৩৯। **নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা**
(অনুচ্ছেদ ১১৮)

সুপারিশ ঃ

৩৯। **সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৮ এর সংশোধন।**—সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৮ এর দফা (১) এর "প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া এবং রাষ্ট্রপতি সময়ে সময়ে যেরূপ নির্দেশ করিবেন, সেইরূপ সংখ্যক অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া" শব্দগুলি ও কমার পরিবর্তে "প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অনধিক চার জন নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪০। **ভোটার তালিকায় নামভুক্তির যোগ্যতা**
(অনুচ্ছেদ ১২২)

সুপারিশ ঃ

৪০। **সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২২ এর সংশোধন।**—সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২২ এর দফা (২) এর উপ-দফা (গ) (ঘ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-দফা (গ) (ঘ) ও (ঙ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ

"(গ) কোন যোগ্য আদালত কর্তৃক তাঁহার সম্পর্কে অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষণা বহাল না থাকিয়া থাকে ;

(ঘ) তিনি ঐ নির্বাচনী এলাকার অধিবাসী বা আইনের দ্বারা ঐ নির্বাচনী এলাকার অধিবাসী বিবেচিত হন; এবং

(ঙ) তিনি ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোগসাজসকারী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশের অধীন কোন অপরাধের জন্য দন্ডিত না হইয়া থাকেন।"।

৪১। **নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময়**
(অনুচ্ছেদ ১২৩)

সুপারিশ ঃ

৪১। **সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৩ এর প্রতিস্থাপন।**—সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৩ এর দফা (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ

"(৩) সংসদ-সদস্যদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে—

(ক) মেয়াদ-অবসানের কারণে সংসদ ভাংগিয়া যাইবার ক্ষেত্রে ভাংগিয়া যাইবার পূর্ববর্তী নব্বই দিনের মধ্যে; এবং